NIS 2.2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

" রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন " শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | শ্যাম কিশোর রায়<br>মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | ২৩/০৯/২০২১ইং |
| সভার সময় | বেলা ১১.০০ ঘটিকা |
| স্থান | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়নের বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত করা হলো। |

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বারেউবো বিগত ০৬/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়িকরণ করা হয়।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে " রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন " শীর্ষক ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শেষ সময়ে অনুমোদিত হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২০১.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১৬৯.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৯৩.০১ টাকা বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১৯২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৫.৩৩ যার আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৩১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫৫৪.০০ টাকা বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৭.৪৩ যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২১ পর্যন্ত ৮১২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৪১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%। চলতি ২০২১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। চলতি মাস পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় না হওয়ায় ব্যয় হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের মোট ৬টি ভূমি অধিগ্রহণের মধ্যে চাকী রিয়ারিং কাম ডেমোনেসট্রেশন সেন্টারের জন্য ৫টি এবং ১টি সিল্ক রিলিং উইভিং ট্রেনিং সেন্টারের জন্য মোট ৪.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ভূমির মূল্য প্রায় দ্বিগুন বর্ধিত হওয়ায় নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় চাকী পলুপালন কেন্দ্রের জন্য ০২টি এবং ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ০১টিসহ মোট ০৩টি ভুমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৩টি ভুমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি কে ১.৪০ একর জমির জন্য ১৯১.৫৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ভুমির নামজারী সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত জমির গেজেট নোটিফিকেশনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ০৩টি ভুমি অধিগ্রহণ বাদ দিয়ে ০২টি নিজস্ব জায়গার মধ্যে ০১টি রাঙ্গামাটি জেলায় কাপ্তাই উপজেলায় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০১টি বান্দরবান জেলায় লামা উপজেলায় নিজস্ব জমিতে নির্মাণ করা হবে। গত ২৯/০৬/২০২১ তারিখে প্রকল্পের ডিপিইসি সভার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণখাতের অবশিষ্ট ৬১.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে

দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত আরডিপিপির উপর সর্বশেষ ৩০/০৯/২০২১ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর মাসে ০৩টি চাকী কেন্দ্র এবং ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে।

শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রতিনিধি জনাব তাহেরা হক উপপ্রধান জানান যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিম উৎপাদন এর জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৩৪টি তুত ব্লক ও ০৪টি আইডিয়াল পল্লী স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব গোপাল চন্দ্র দাশ, উপসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের সামাজিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ প্রসংগে আলোচনার প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে প্রতিমাসে দুইবারে ৭-৮ দিন অবস্থান পূর্বক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতে হবে।
সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

**সিদ্ধান্ত :**

১। প্রকল্পের ডিম উৎপাদন খাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
২। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৩৪টি তুত ব্লক ও ০৪টি আইডিয়াল পল্লী স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।
৩। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।
৪। প্রকল্প এলাকাতে প্রকল্প পরিচালক প্রতি মাসে ০২ বারে ৭-৮ দিন অবস্থানপুর্বক পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করতে হবে।
৫। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.১৪৭.১৮.১০৬

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৮
০৭ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৩) সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৫) প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

৭) যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৮) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১০) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন " শীর্ষক প্রকল্প

মোঃ সিরাজুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

"রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

| | |
|---|---|
| সভাপতি | শ্যাম কিশোর রায়<br>মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | ২৩/০৯/২০২১ ইং |
| সভার সময় | বেলা ১১.৩০ ঘটিকা |
| স্থান | প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী। |
| উপস্থিতি | সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত হলো। |

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট-'ক'তে** সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বারেউবো বিগত ০৬/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়িকরণ করা হয়

অতঃপর সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শেষ সময়ে অনুমোদিত হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ১২৮.০০ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে ১২৬.৮৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দের প্রেক্ষিতে জুলাই/২০২১ পর্যন্ত ৫১০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০৪.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থবছরের এডিপি মোতাবেক ৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে আগষ্ট/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৩১.৫০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৭৯ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

বর্তমানে রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ৪০বিঘা জমিতে ২.০০লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আইডিয়াল পল্লীতে প্রতি সদস্যের জন্য ৩০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি পলুঘর প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পলুঘরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পলুঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বোর্ডের অন্যান্য চলমান প্রকল্পে প্রতি পলুঘরের জন্য ৪০,০০০/-টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তাই পলুঘরের বরাদ্দ ৪০,০০০/- টাকা করার জন্য অন্যান্য খাত হতে অব্যয়িত অর্থ সাশ্রয় করে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় করার লক্ষ্যে গত জুন,২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবসহ ডিপিপি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় জানান, আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করে অক্টোবর/২১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং জরুরীভাবে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব গোপাল চন্দ্র দাশ, উপসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের সামাজিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ প্রসংগে আলোচনার প্রেক্ষিতে

মহাপরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে প্রতিমাসে দুইবারে ৭-৮ দিন অবস্থানপূর্বক প্রকল্প এলাকা অবস্থানপূর্বক পরিদর্শন করারও নির্দেশ প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্ত :**

১। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৭০টি তুত ব্লক ও ০৩টি আইডিয়াল পল্লী স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।

২। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় সম্পন্ন করতে হবে।

৩। আন্তঃঅংগ সমন্বয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করে অক্টোবর/২১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে

৪। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

৫। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৫.০০২.১২.১০৭

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৮
০৭ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৪) যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৬) প্রকল্প পরিচালক, রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর জেলার দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প
৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৮) পি এ টু-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

মোঃ সিরাজুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পি,আই,সি) সভার কার্যবিবরণী।

| | |
|---|---|
| সভাপতি | শ্যাম কিশোর রায়<br>মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | ২৩/০৯/২০২১ইং |
| সভার সময় | বেলা ১১.৪৫ ঘটিকা |
| স্থান | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়নের বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশিত করা হলো। |

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক ৪৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে ২৯২নং স্মারকে অনুমোদিত হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক থোক বরাদ্দ ১০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থ প্রাপ্তির পর কার্যক্রম শুরু হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব গোপাল চন্দ্র দাশ, উপসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মতামত প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা করে সে মোতাবেক কাজ শুরু করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক কে প্রকল্প এলাকা প্রতিমাসে ২ বারে ৭-৮ দিন অবস্থানপূর্বক পরিদর্শন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

**সিদ্ধান্ত :**

১। প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২। প্রকল্পের থোক বরাদ্দ থেকে দ্রুত অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৩। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের শতভাগ অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৪। প্রকল্প এলাকাতে প্রকল্প পরিচালগকণ প্রতি মাসে অন্তত ০২ বার ৭-৮ দিন অবস্থানপূর্বক পরিদর্শন করবেনএবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.১০৮

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৮
০৭ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২) সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
৩) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৪) পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৫) পরিচালক, সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭) প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন
৮) প্রধান, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১০) প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
১২) পি,এ -টু-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

মোঃ সিরাজুর রহমান
উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

**বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | : | **মো. আবদুল মান্নান**<br>সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| সময় | : | বিকাল ৩.৪০ ঘটিকা |
| স্থান | : | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ |
| সভায় উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট-ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রাকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৭.০০ লক্ষ (পঁচিশ কোটি সাত লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ১৩০০.০০ লক্ষ (তের কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম কিস্তি বাবদ ৩২৫.০০ লক্ষ (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৮১২.৬ লক্ষ (পাঁচ কোটি উননব্বই লক্ষ দশ হাজার) টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতির হার ৩২.৪১%।

৩.০। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান জানান যে, পার্বত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার ১৭টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬টি রেশম পল্লী এবং ৬৬টি তুঁত ব্লক স্থাপন করা হয়েছে। ৩.৪০ লক্ষ তুঁত চারা এবং ০.৩০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করা হয়েছে। ১০৯৫ জন তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২টি চাকী রিয়ারিং কাম ডেমোনেস্ট্রেশন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৫টি চাকী রিয়ারিং কাম ডেমোনেস্ট্রেশন সেন্টারের জন্য ৩.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য দ্বিগুন হওয়ায় ০৫টি চাকী রিয়ারিং কাম ডেমোনেস্ট্রেশন সেন্টারের জন্য মোট ৩.৫০ একর ভূমির পরিবর্তে ১.৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় সে অনুযায়ী পূর্ত ও নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন নির্ধারণ করে প্রকল্পটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (ডিপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ২৪৪৬.০০ লক্ষ (চব্বিশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৪.০। সভাপতি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় রেশম ব্লক স্থাপন, পলুঘর ও রেশম পল্লী নির্মাণ এবং তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

৫.১ প্রকল্পটির সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৫.২ প্রকল্পের আওতায় আইডিয়াল রেশমপল্লী ও তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.৩ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তুঁতচারা ও রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে;

৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.৫ চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

অত:পর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাক্ষরিত**
**০৫.১০.২০২১**
**(মো. আবদুল মান্নান)**

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.৩৯৬

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৮ / ০৬ অক্টোবর ২০২১

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৮) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

০৬/১০/২১

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

**বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | : | **মো. আবদুল মান্নান**<br>সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| সময় | : | বিকাল ৪.০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ |
| সভায় উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট-ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রাকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৮.০০ লক্ষ (চব্বিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ৭০০.০০ লক্ষ (সাত কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম কিস্তি বাবদ ১৭৫.০০ লক্ষ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ)) টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৬৩১.৫০ লক্ষ (ছয় কোটি একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতির হার ২৫.৮০%।

৩.০। সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল বারী জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলার ৩১টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৪টি রেশম পল্লী এবং ১৩০টি তুঁত ব্লক স্থাপন করা হয়েছে। ৬.০০ লক্ষ তুঁত চারা এবং ১.৫০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করা হয়েছে। ৫৪৫ জন তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন এলাকায় ১৭ টি আইডিয়াল রেশম পল্লীর প্রত্যেকটিতে ৬০টি করে সর্বমোট (১৭×৬০) = ১,০২০টি পলুঘর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। একটি পলুঘর নির্মাণের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী একটি পলুঘর নির্মাণের জন্য কমপক্ষে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রয়োজন। সমজাতীয় অন্য প্রকল্পে একটি পলুঘর নির্মাণে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি পলুঘর নির্মাণ ব্যয় (৪০,০০০- ৩০,০০০) = ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়কৃত ডিপিপি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৪.০। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় পলুঘর নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব প্রেরণ এবং প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

৫.১ প্রকল্পের আওতায় পলুঘর নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
৫.২ প্রকল্পের আওতায় আইডিয়াল রেশমপল্লী ও তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
৫.৩ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তুঁতচারা ও রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে;
৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে তুঁতচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
৫.৫ চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাক্ষরিত**
**০৫.১০.২০২১**
**(মো. আবদুল মান্নান)**

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.৩৯৭

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৮
০৬ অক্টোবর ২০২১

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) যুগ্মসচিব (বাজেট), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৯) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
১০) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৬/১০/২১

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

**বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | : | **মো. আবদুল মান্নান**<br>সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| সময় | : | বিকাল ৪.২০ ঘটিকা |
| স্থান | : | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ |
| সভায় উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট-ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভার আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

২.০। "বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রাকল্পটি দেশের ৩০টি জেলার ৪২টি উপজেলায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও ভূমিহীন বিশেষতঃ মহিলাদের রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৪৯৭৩.০০ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ০৪ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্প অনুমোদন আদেশ এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্প অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই। প্রকল্পটির অনুকূলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক) হতে ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.০। সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মৌসুমী জেরীন কান্তা জানান যে, গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক) হতে ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.০। সভাপতি প্রকল্পের শুরুতেই সঠিকভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০। **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

৫.১ প্রকল্পের শুরুতেই সঠিকভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে; এবং

৫.২ প্রকল্পটির অনুকূলে নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক) হতে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অত:পর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাক্ষরিত**
**০৫.১০.২০২১**
**(মো. আবদুল মান্নান)**
**সচিব**

নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.৩৯৮

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৮ / ০৬ অক্টোবর ২০২১

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

০১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৩) সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৪) সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী
০৮) সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

০৬/১০/২১

(আছিয়া খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০২২৯